যুগান্তর

18 DEC 2005

২০ ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্ত

শাফিউল ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। আজ মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের এ বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকেই আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্ত অনুমোদন এবং তা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সূত্র জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করায় একটি 'অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি' চালুর জন্য দেশের উচ্চ শিক্ষার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত এপেক্স বডি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চলতি বছরের শুরুর দিকে এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন কোন ফ্যাকাল্টিতে

চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রস্তাবিত ৯টি গ্রেডিং পদ্ধতির ধাপসমূহ

গ্রেড	এ	এ-	বি+	বি	বি-	সি+	সি	সি-	ডি
নম্বর	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬৭.৫	৬৫	৬২.৫	৬০

চূড়ান্ত : গ্রেডিং পদ্ধতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গ্রেডিং আবার কোন কোন ফ্যাকাল্টিতে সনাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। আবার একই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং পদ্ধতিতে রয়েছে মার্কসের তারতম্য। অন্যদিকে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মনগড়া গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাদের কর্মজীবনে নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। শুধু ফলাফলের ক্ষেত্রেই নয়, সিলেবাসের দিক থেকেও এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই কোন বিষয়েই একক ও অভিন্ন কোন সিলেবাস নেই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সনাতন পদ্ধতিতে এখনও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। আবার যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রেডিং পদ্ধতি আছে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-একটি ফ্যাকাল্টিতে তা আছে। জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটে, বিজনেস ফ্যাকাল্টি এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এগুলোর গ্রেডিং পদ্ধতিতে আবার মার্কসেরও তারতম্য রয়েছে। কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ও বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে বিভাগগুলোর ফলাফল সনাতন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন রকমের গ্রেডিং পদ্ধতি রয়েছে বলে জানা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বাকি বিভাগগুলোর ফলাফল সনাতন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। বুয়েটে সব বিভাগের ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বুয়েটের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং পদ্ধতিতে মার্কসের ব্যাপক তারতম্য রয়েছে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট সব মিলিয়ে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আর এগুলোতে কমপক্ষে ১২০ প্রকারের গ্রেডিং পদ্ধতি বিদ্যমান। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। কারও সঙ্গে কারও কোন ধরনের সমন্বয় নেই। এজন্য চাকরির ক্ষেত্রে প্রার্থীরা নানারকম ঝামেলা ও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আবার বহির্বিশ্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হচ্ছেন। অনেক সময় গ্রেডিং পদ্ধতির তারতম্যের কারণে চাকরির জন্য অথবা বহির্বিশ্বে আবেদনও করতে পারেন না। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৫ মার্কস আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ মার্কসের পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এ' গ্রেড পেতে শিক্ষার্থীকে ৯১ থেকে ১০০ মার্কস উঠাতে হয়, আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই গ্রেড পেতে উঠাতে হয় ৮১ থেকে ৯০ মার্কস। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বি' গ্রেড পেতে হয় ৭০ মার্কস আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই গ্রেড পেতে ৬৫ মার্কস পেতে হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নানারকম গ্রেডিং পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

অপরদিকে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রেডিং পদ্ধতিতে আরও বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গ্রেডিং পদ্ধতি ছাড়াও সিলেবাস কিংবা শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতিতেও কোনরকম সমন্বয় নেই বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী জানায়, তারাই প্রথমবারের মতো এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে পাস করেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এখন তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল সনাতন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। এক জায়গায় গ্রেডিং আরেক জায়গায় সনাতন (ডিভিশন) পদ্ধতি- এ কেমন ব্যবস্থা? আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যে কোন বিষয়ে ভর্তি হই না কেন, আমাদের পরীক্ষার ফলাফল অভিন্ন হওয়া উচিত।'

খসড়া সুপারিশ অনুযায়ী, ৯টি গ্রেডিং ধাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ গ্রেড ধরা হয়েছে 'এ'। এজন্য পরীক্ষায় ৯০ থেকে এর উর্ধ্বে নম্বর উঠাতে হবে। সর্বনিম্ন গ্রেড ধরা হয়েছে 'ডি'। এজন্য কমপক্ষে পরীক্ষায় ৬০ নম্বর উঠাতে হবে। জানা গেছে, 'এ' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৯০ নম্বর, 'এ-' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৮৫ নম্বর, 'বি+' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৮০ নম্বর, 'বি' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৭৫ নম্বর, 'বি-' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৭০ নম্বর, 'সি+' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৬৭ দশমিক ৫ নম্বর, 'সি' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৬৫ নম্বর, 'সি-' গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৬২ দশমিক ৫ নম্বর এবং ডি গ্রেড পেতে কমপক্ষে ৬০ নম্বর পরীক্ষায় উঠাতে হবে। সব ধরনের ফলাফল লেটার গ্রেডকে অর্থাৎ 'এ', 'বি', 'সি' ইত্যাদি পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান বলেন, একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে 'কোয়ালিটি অ্যাশুরেন্স এডুকেশন, হায়ার স্ট্র্যাটেজিক প্লানসহ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষার গুণগতমান নির্ধারণে এসব পদক্ষেপ থেকে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, একটি দেশে একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি থাকবে- এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে এই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি নেই। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রস্তাবিত এই গ্রেডিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এই গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ পৃথিবীর সব